তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ(সেক্টর) প্রকল্প
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা কার্যালয়
জেলা-চুয়াডাঙ্গা।
১৩ তম TLCC সভার কার্যবিবরণী

স্থান ঃ পৌরসভা মিলনায়তন তারিখ-২৬-০৬-২০১৯ খ্রিঃ সময় ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা।

সভাপতি ঃ জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

সভায় সম্মানীত সদস্যদের উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট - 'ক' দ্রষ্টব্য।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
০১	বিগত ইং ২৮-০৩-২০১৯ অনুষ্ঠিতব্য TLCC সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।	সভার শুরুতেই সভার সভাপতির অনুমতিক্রমে পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম অদ্যকার সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অদ্যকার সভার সভাপতি জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী, মেয়র, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা বলেন আপনারা জানেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা UGIIP-III প্রকল্পের অর্ন্তরভুক্ত। প্রকল্পের নির্দেশনা মেনে পৌরসভার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আপনারা আমাকে সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি আরো বলেন আপনাদের সর্বাত্মক সেবা দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমি আশা করি আপনারা আমাকে এবং আমার পৌর পরিষদকে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। অতপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পৌরসভার সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম, ও সদস্য-সচিব, TLCC চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা বিগত ইং ২৮-০৩-২০১৯ অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করেন। এরপর TLCC সভার সম্মানিত সদস্যবৃন্দ সভায় কায়বিবরণী নিয়ে আলোচনা পর্যলোচন করেন এবং কোন সংশোধন করার প্রয়োজন নাই মর্মে মতামত প্রদান করেন। সভায় কমিটির সকল সদস্যকে যথা সময়ে সভায় হাজির হওয়ার জন্য অসুরোধ করেন।	ক) সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী না থাকায় অত্রসভা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করে। **খ) TLCC এর সম্মানিত সদস্যদের নিয়মিত সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।** **গ) আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং তারিখের মধ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC-র সভা করা।** **ঘ) সভার কার্যবিবরনী তৈরী ও বিতরণ এবং PMO তে প্রেরন করা হবে ।**	মেয়র/সচিব	
০২	TLCC গঠন ও কার্যকর রাখা(সূত্র ঃ পৌরসভা আইন-২০০৯ এর ১১৫ ধারা)।	আলোচনার অংশ নিয়ে সচিব সাহেব জানান পৌরসভার আইন, ২০০৯ এর ১৫ ধারা অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা পৌরসভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে TLCC সভা করার ০৭ দিন পূর্বে সকল সদস্যদের মধ্যে নোটিশ ও কার্যবিবরণী বিতরণ করা সহ সভা চলমান আছে। সভা এবিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	**১. যথা নিয়মে অনুসরণ করে TLCC গঠন করায় অত্রসভা মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধারা অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।**	মেয়র/পৌরপরিষদ/ সচিব	
০৩	WC গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১৪ ধারা)	আলোচনার শুরুতেই পৌরসভা আইন ২০০৯ এর ১৪ ধারা অনুযায়ী অত্র পৌরসভার ওয়ার্ড (WC) কমিটি গঠন ও কার্যাবলী নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। আলোচনাকালে WC কমিটি সদস্য- সচিব ও সহকারী প্রকৌশলী জনাব মো ঃ হাফিজুর রহমান কাওছার, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা জানান WC কমিটির সভা সমুহ সভা সঠিক সময়ে করা হয় এং সভার সিদ্ধান্ত সমুহ আলোচনার জন্য¨TLCC সভায় উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত থাকে। সভায় WC কমিটির কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে	**১. যথা নিয়মে অনুসরণ করে WC গঠন করায় সভা মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং এ ধারা অব্যহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।** ২. জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১৯ ত্রৈমাসিক WC-র সভা সম্পন্ন করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে **PMO তে প্রেরণ করা সহ সংশ্লিষ্টদের কপি সরবরাহ** করা। ৩. গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো চিহ্নিত করে পৌর পরিষদের	মেয়র/পৌরপরিষদ/ সহকারী প্রকৌশলী	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		গুরুত্বপূর্ণ সমস্যগুলো চিহ্নিত করা এবং পৌর পরিষদের সভায় আলোচনা সাপেক্ষে চিহ্নিত সমস্যাগুলো সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	সভায় আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহন করা ।		
৪	নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	নাগরিক সনদ(CC) বা সিটিজেন চার্টার নিয়ে আলোচনা কালে TLCC সদস্য জনাব মো ঃ সিদ্দিকুর রহমান ও জনাব মো ঃ মাহবুবুর রহমান সেলিম বলেন পৌরকর্তৃপক্ষ যথাস্থানে নাগরিক সনদ(CC) স্থাপন করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	১. আরো ০১ টি স্থানে নতুনভাবে নাগরিক সনদ(CC) স্থাপন করা হবে।	মেয়র/সচিব	
০৫	তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার (GRC) সেল গঠন ও কার্যকর রাখা।	তথ্য ও অভিযোগ প্রতিকার সেল নিয়ে আলোচনা কালে কমিটির ভারপ্রাপ্ত আহব্বায়ক জনাব মুন্সি মো ঃ রেজাউল করিম খোকন বলেন পৌরসভার প্রবেশ দ্বারে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে এবং কোন অভিযোগ জমা পড়লে প্রাপ্ত অভিযোগ গুলি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করা হয়। সকল অভিযোগ GRC কমিটি কর্তৃক বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে অভিযোগ নিস্পত্তি করা হয়। অভিযোগসমূহের বিবরণ পৌরপরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা হবে। তিনি আরো জানান ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে(এপ্রিল-জুন-২০১৯) ১৬ টি অভিযোগ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পুরুষ অভিযোগ ১১ টি এবং মহিলা অভিযোগ ০৫ টি। অভিযোগ গুলো GRC কমিটি বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে ১৬ টি অভিযোগ লিখিত আকারে নিস্পত্তি করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনান্তে অত্রসভা GRC-র কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সকল অভিযোগ যথাসময়ে রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা এবং এ ধারা অব্যহত রাখা। ২. GRC কমিটি অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহন করা এবং এ ধারা অব্যহত রাখা। ৩. সমাধানকৃত অভিযোগসমূহের বিবরণ TLCC-র সভাতে এবং পৌরপরিষদের মাসিক সভায় আলোচনা করা।	সভাপতি, GRC কমিটি	
০৬	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ০৫(পাঁচ) বছরের জন্য পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এরই ধারা বাহিকতায় উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে এবং প্রকল্প গ্রহন করা হয়। অত:পর সভা পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ দেন।	১. পৌরসভার জন্য ০৫(পাঁচ) বছরের উন্নয়ন পরিকল্পনা (PDP) প্রণয়ন সংশোধন কাজ আগামী ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে শুরু করা হবে এবং আগামীতে TLCC-র সভায় উপস্থাপন করা হবে।	পৌর পরিষদ/নির্বাহী প্রকৌশলী/সচিব	
০৭	পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন	পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রন করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি সকল উন্নয়ন কাজ তদারকি করে। নির্বাহী প্রকৌশলী কাজ প্রায় ৯৯% সমাপ্ত হয়েছে। কাজের মান সন্তোষ জনক। নির্বাহী প্রকৌশলী আরো জানান পৌরসভা ইতোমধ্যে সরকারী উন্নয়ন তহবিল ও রাজস্ব তহবিল হতে দরপত্র আহব্বান পূর্বক কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং উন্নয়ন মুলক কাজ চলমান রয়েছে। এরপর নির্বাহী প্রকৌশলী আরো জানান চলমান UGIIP-III প্রকল্পের আওতায় পানি সরবরাহ প্রকল্পে ১০ কোটি টাকার দরপত্র প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়েছে এবং অচিরেই উক্ত কাজের উদ্বোধন করা হবে। এয়াড়াও তিনি সভাকে জানান গুরুত্বপূর্ণ শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০ কোটি টাকার প্রকল্পের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন। আশা করছি এ সকল কাজ বাস্তবায়ন হলে জন-সাধারনের সেবার মান বৃদ্ধি পাবে।	১. UGIIP-III প্রকল্পের কাজ যথা সময়ে সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়। ২. UGIIP-III প্রকল্পের রাস্তা সমুহ দ্রুত সম্পন্ন করার সুপারিশ করা হয়। ৩. উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কমিটিকে আরো দায়িত্বশীল হওয়ার সুপারিশ করা হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/উন্নয়ন বাস্তবায়ন কমিটি।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		আলোচনায় অংশ নিয়ে TLCC এর সদস্য জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ জাহাঙ্গীর আলম ও জনাব মোছা ঃ রুপালী বেগম বলেন-আমাদের টেকশই উন্নয়ন করতে হবে। জরুরী ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ রাস্তা সমুহ সংস্কার করার অনুরোধ করেন এবং প্রকল্পের কাজের গুনগত মান ভালো থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।			
০৮	বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M পরিকল্পনা প্রণয়ন (উন্নয়ন কর্মকান্ড)	বাজেট বরাদ্দ সহ বার্ষিক O&M উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যয় বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে পৌরসভার রাজস্ব বাজেটে O&M খাতে ১,১৮,০০,০০০/- টাকা বরাদ্ধ রাখা হয়েছে। পৌরসভার রাজস্ব বাজেট হতে বরাদ্ধ অনুযায়ী ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন/২০১৯) ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত বাজেট হতে O&M কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে মোট ১৩,০২,৭৭৭/- টাকা ব্যয় হয়েছে। আলোচনায় অংশ নিয়ে TLCC–র সদস্য জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম মনি, জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ রাবেয়া খাতুন, জনাব মোছা ঃ আজিজুল হক বিশ্বাস পৌরসভার উন্নয়ন কাজের গতি বৃদ্ধি সহ আগামীতে নতুন অর্থ বছরে নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহনের আহবান জানান এবং সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	মেয়র/নির্বাহী প্রকৌশলী /সচিব।	
০৯	জেন্ডার(GAP)কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	জেন্ডার(GAP)কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় চলতি ইং ২০১৮-২০১৯ সনে জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান বাস্তবায়নের জন্য ১৬,৯৩,০০০/-টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। জেন্ডার এ্যাকশান প্ল্যান বাস্তবায়নে ইং ২০১৮-২০১৯ সনে সর্বমোট ব্যয় হয়েছে-১০,২৯,৪৫০/-টাকা। তবে এপ্রিল-জুন/২০১৯ ত্রৈমাসিকে নিম্ন লিখিত খাতে মোট ১,৪৪,৩৭৫/- টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয় বিবরণী নিম্নরুপ- ● আর্থ-কর্মসংস্থানের জন্য নারীদের সেলাই প্রশিক্ষন প্রদান বাবদ খরচ ১৬,৫০০/-টাকা ● GAP এর - মাসিক সভা বাবদ ব্যয় ৭০০/-টাকা ● অসহায় ও দরিদ্র মহিলাদের মাঝে সাহায্য বাবদ ১,২৭,১৭৫/-টাকা। অত:পর আলোচনায় অংশ নিয়ে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি সভাপতি সুলতানা আরা রত্না বলেন কমিটির নিয়মিত মাসিক সভা করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়। এ ছাড়াও তিনি অত্র সভাতে নারীদের সেলাই প্রশিক্ষন, জেন্ডারের ইস্যু সমুহ, GAP বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা, হাস-মুরগী পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণের কথা উপস্থাপন করেন। এরপর TLCC এর সদস্য জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দার এবং দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি মোছা ঃ রুমা বেগম ও জনাব নুরুন্নাহার কাকলী আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, GAP বাস্তবায়নে যে সকল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে তা বাস্তব সম্মত এবং পৌর পরিষদকে বাস্তবায়ন করার অনুরোধ জানান। নারী ও শিশু বিষয়ক কমিটির মহান উদ্দ্যোগকে সাধুবাদ জানান এবং GAP এব	১. নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা ও যথাসময়ে PMO অফিসে প্রেরণ করা। ২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী **কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।** **৩। হত-দরিদ্রদের মাঝে রিং-স্লাব বিতরন।** ৪। হাস-মুরগী পালনের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৫। সেলাই মেশিন বিতরন।	সভাপতি/সদস্য-সচিব GAP	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		কার্যক্রম নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।			
১০	**দারিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)**	আলোচনার শুরুতেই দরিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব জনাব কে এম আব্দুস সবুর খান বলেন উক্ত কমিটির মাসিক সভা নিয়মিত করা হয় এবং সভার কার্যবিবরনী তৈরী করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়। এরপর TLCC এর সদস্য এবং বস্তি উন্নয়ন প্রতিনিধি মোছা ঃ রিপা খাতুন, মোছা ঃ রুপালী বেগম আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন PMO হতে অনুমোদিত ০৪ টি বস্তি উন্নয়নের ২৫% অর্থ পাওয়া গেছে এবং অচিরেই কাজ শুরু করা হবে। অত:পর আলোচনাকালে বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা সভাকে জানান দারিদ্র নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটির মাধ্যমে স্বাস্থ্য সেবা, আর্থিক সাহায্য, বস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি বাবদ ইং ২০১৮-২০১৯ সনে দুস্থ ও অসহায় গরীর মানুষের কিছুটা দুর্দশা লাঘবের জন্য ৪২,৩৩,০০০/-টকার বাজেট বরাদ্দ আছে। তিনি আরো জানান উক্ত টাকার মধ্যে এপ্রিল-জুন-২০১৯ মাসে নিম্ন-লিখিত খাতসমূহে সর্ব মোট ৫,৭৯,৩৫৬/- টাকা ব্যয় করা করেছে। ● হত দারিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্য সুবিধা দেয়ার জন্যে ঔষধ প্রদান বাবদ খরচ ১,৬৭,৩৪৬/- টাকা। ● স্বাস্থ্য সম্মত রিং-স্লাব বিতরন- ১,৫৩,৪৫৩/-টাকা ● ঢেফটিন বিতরন বাবদ ৬,০০০/-টাকা ● উস্ত্র বিতরন বাবদ ১,২০,০০০/-টাকা। ● আর্থিক সাহায্য বাবদ ১,৩২,৫৬০/- টাকা।	১. নিয়মিত সভা করা এবং সভার কার্যবিবরনী প্রস্তুত করে সদস্যদের মাঝে বিতরন করা ও যথাসময়ে PMO অফিসে প্রেরণ করা। ২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী দা**রিদ্র হ্রাসের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।** **৩. প্রাক্কলন মোতাবেক বস্তি-উন্নয়নের কাজ করা।**	মেয়র/সভাপতি/সদস্য-সচিব, দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।	
১১	বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বস্তি উন্নয়ন কমিটি (SIC) গঠন	বস্তি-উন্নয়ন কমিটির সদস্য-সচিব ও বস্তি-উন্নয় কর্মকর্তা জনাব কেএম আব্দুস সবুর খান আলোচনায় অংশ নিয়ে জানান প্রকল্প অফিস কর্তৃক অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির SIC গঠন ও মনিটরিং রিপোর্ট প্রনয়নের কাজ শেষ করে প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে । শুধু তাই নয় প্রকল্প অফিস কর্তৃক অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির চাহিদা অনুযায়ী CAP প্রস্তুত সহ বস্তির স্থির চিত্র এবং ভিডিও চিত্র গ্রহন করে ইতোমধ্যে PMO-র নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্প প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করা আছে। তিনি আরো বলেন যেহেতু টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে উন্নয়ন-মুলক কাজ শুরু করা হবে। অত:পর অত্র সভা বস্তি উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।	১. প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন করা। ২. অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যাওয়ায় জরুরী ভিত্তিতে বস্তির উন্নয়ন কাজ শুরু করা। ৩. বস্তির উন্নয়ন কাজ শুরুর পূর্বে TLCC সদস্যদের অবহিত করা। ৪. অনুমোদিত ০৪ টি বস্তির SIC কমিটির সদস্যদের সাথে নিয়মিত মাসিক সভা করা। ৫. বস্তির উন্নয়ন কাজে গুনগতমান বজায় রাখা।	সভাপতি/সদস্য-সচিব, দারিদ্র হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।	
১২	হোল্ডিং ট্যাক্স এর মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ	আলোচনার শুরুতে অত্রপৌরসভার সচিব সাহেব জানান ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পৌরকরের মোট দাবী ৩,২৮,০৫,২২৪/-টাকা। তন্মধ্যে এপ্রিল-জুন/২০১৯ মাসের ত্রৈমাসিকে সরকারী ও বেসরকারী মোট পৌরকর আদায়ের পরিমান ৫৫,৫৯,৬২৪/-টাকা। কোয়ার্টারলি আদায়ের হার মাত্র ৪৯.০১%। তবে এপর্যন্ত সর্বমোট কর আদায় হয়েছে (১,১৩,৩৫,২৫৪+৬০,৭৫,৫০৯+৪২,১২,১৮৪+৫৫,৫৯,৬২৪)= ২,৭১,৮২,৫৭১/-টাকা। আদায়ের হার ৮২.৪৫%। কর আদায় বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং আদায় বৃদ্ধি পাওয়ায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলরদের সহযোগীতায় সমস্ত পৌর এলাকায় মাইকিং, ক্যাম্পেইন, কর খেলাপিদের নেটিশ প্রদান এবং মহল্লায় মহল্লায় টিম প্রেরনের মাধ্যমে পৌরকর আদায়। ২. বকেয়া কর খেলাপীদের তালিকা পর্যায় ক্রমে প্রকাশ করা। ৩. উঠান বৈঠক ও WC বৈঠকে কর আদায় বিষয়ে	মেয়র/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/কর আদায়কারী/TLCC -র সদস্যবৃন্দ।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		পৌরসভার কর আদায় বিষয়ে আলোচনার জন্য সভায় উপস্থিত TLCC-র সদস্য ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাননীয় মেয়র জনাব মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী বলেন-আপনারার জানেন ইতোমধ্যে পূন:কর নির্ধারণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। পূন:কর নির্ধারনে আপনাদের সৃচিন্তিত মতামত বা পরামর্শ আন্তরিকভাবে বিবেচনায় নিয়ে আমরা কাজটি শেষ করতে পেরেছি। এ জন্য আমি পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি আপনারা আমাকে সকল কাজে সার্বিক সহযোগীতা করবেন। অত:পর পূন:কর নির্ধারনের বিষয়ে TLCC-র সদস্য জনাব মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার, জনাব মো ঃ আবুল হোসেন, জনাব মোছা ঃ রাবেয়া খাতুন ও মোছা ঃ সেলিনা খাতুন বলেন- সরকারি বিধি-বিধান মেনে এবং সমতা রেখে পূন:কর নির্ধারণ এবং কেহ বৈসম্যের শিকার না হওয়ায় মেয়র মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান।	আলোচনা করা।		
১৩	পরোক্ষ কর এবং ফি আদায়ের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ (হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যাতীত)।	রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কর বার্হিভূত রাজস্ব দাবীর পরিমান ৩,০০১৫,৪০০/- টাকা। তন্মধ্যে (এপ্রিল-জুন/২০১৯) কোয়ার্টার এ আদায় হয়েছে ৫৯,১১,৮৯৪/- টাকা। চলতি কোয়ার্টারে আদায়ের হার ১৯.৬৯%। তবে এ পর্যন্ত সর্বমোট আদায় হয়েছে (৬৮,৯১,৮২৯+৫৭,৬৯,৮১৭+৫৪,৭৯,৭০১+৫৯,১১,৮৯৪)=২,৪০,৫৩,২৪১/- টাকা। চলতি কোযার্টার পর্যন্ত আদায়ের হার ৮০.১৪%। পরোক্ষ কর আদায় নিয়ে আলোচনাকালে জনাব নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার, অধ্যক্ষ জনাব মাহবুবুর রহমান সেলিম, জনাব মো ঃ জাহাঙ্গীর আলম মালিক এবং জনাব মো ঃ রাশেদুল হাসান মানু হাট-বাজার ইজারা ও বকেয়া আদায় নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখেন এবং হাট-বাজার ইথরার অর্থ বকেয়া থাকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আলোচকবৃন্দ কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। পৌর এলাকায় চলাচলরত ইজি-বাইক বা রিক্সা, ভ্যানের লাইসেন্স প্রদান না করায় সভায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে এ বিষয়ে তিনি কিছু পরামর্শ প্রদান করেন এবং কর বহির্ভুত রাজস্ব আয়ের খাত বাড়ানোর প্রস্তাব করেন। সভায় এ বিষয়ে এ সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়।	১. পৌরস্বার্থে হাট-বাজার ইজারার বকেয়া অর্থ আদায় করার জন্য মেয়র মহোদয়কে সর্বসম্মতিক্রমে সুপারিশ করা হয়। ২. কর বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য পৌরপরিষদকে অনুরোধ করেন। ৩. জুলাই-২০১৯ হতে ইজি-বাইকের পৌর এলাকার মধ্যে চলাচলের অনুমোতি পত্র দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত হয়।	মেয়র/সচিব/বাজার পরিদর্শক/লাইসেন্স পরিদর্শক।	
১৪	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন	কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স (কর) রেকর্ড ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারের মাধ্যমে বিল প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনাকালে কর আদায়কারী সভাকে অবগত করান যে, এপ্রিল-জুন/২০১৯ ত্রৈমাসিকে ৮,৪৪৯ টি ট্যাক্স বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট পৌছানো হয়। এর মধ্যে ৫,১১৪ জন গস্থাহক পৌরকর পরিশোধ করেছে। পৌরকর আদায়ের পরিমান ৫৫,৫৯,৬২৪/-টাকা। তিনি আরো জানান পৌরকরের ত্রৈমাসিক কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করা হয়। মেয়র মহোদয় TLCC এর সম্মানিত সদস্যবৃন্দদেরকে পৌরকর আদায়ের হার বৃদ্ধিও জন্য আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ জানান।	১. কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স রেকর্ড ব্যবস্থা এবং কম্পিউটারে বিল প্রস্তুত করার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২. পৌরকরের ত্রৈমাসিক কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্টের প্রতিবেদন প্রতি মাসে মেয়র মহোদয়ের নিকট উপস্থাপন করার সিদ্ধান্ত হয়। ৩. প্রতি কোয়ার্টারে কম্পিউটারাইজড বিল প্রিন্ট করে গ্রাহকের নিকট উক্ত বিল প্রেরণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৪. আদায় প্রতিবেদন প্রকল্প অফিসে প্রেরনের সিদ্ধান্ত হয়।	কর আদায়কারী/সহকারী কর আদায়কারী।	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
১৫	পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ	পানির বিল নির্ধারণ ও সংগ্রহ বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের পানি শাখার চলতি ও বকেয়া সহ মোট দাবীর পরিমান ১,৯৮,৬৬,৪৪৫/-টাকা। এপ্রিল-জুন/২০১৯ মাসের ত্রৈমাসিক সর্বমোট আদায়ের পরিমান ৪৩,৭৯,৬২৭/-টাকা। তবে ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সর্বমোট আদায় হয়েছে ১,৭৬,৪১,৩১৩/-টাকা। আদায়ের হার ৮৮.৭৯%। পানি শাখার তত্বাবধায়ক জনাব এএইচএম সাহীদুর রশীদ জানান পানির লাইন সম্প্রসারন, মিটার স্থাপন,পাম্প স্থাপন এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইফজিআইআইপি-৩ প্রকল্পে প্রকল্প দাখিল করা হয়েছিল যার অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং দরপত্র কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে।। উক্ত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন হলে তখন পানি সরবরাহ ব্যাবস্থার সকল সমস্যা লাঘব হবে। তিনি আরো জানান বকেয়া পানির বিল আদায়ের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। TLCC এর সম্মানিত সদস্য অধ্যক্ষ জনাব মো ঃ সিরজুল ইসলাম, মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দ্দার পৌর সভার সরবরাহকৃত পানির লাইন নিয়মিত ওয়াশ করায় এবং বর্তমানে সরবরাহকৃত পানির কোন সমস্যা না থাকায় মেয়র সাহেবকে ধন্যবাদ জানান।	**১. বকেয়া পানির বিল গ্রাহকদের বিরুদ্ধে লাইন কর্তন এবং বকেয়া বিল আদায়ে টিম গঠন করে অভিযান অব্যহত রাখা।** **২. আগামিতে পানির গ্রাহকদের মিটার স্থাপন করা।**	মেয়র/সচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/পানি-তত্বাবধায়ক	
১৬	অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে পৌরসভা বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)।	অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নিয়ে আলোচনাকালে অত্র পৌরসভঅর সচিব জনাব কাজী শরিফুল ইসলাম সভাকে জানান আগামী ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত ও ইং ২০১৮-২০১৯ সনের সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অগ্রগতি এবং মে-২০১৯ মাসের মধ্যে TLCCর-বিশেষ সভা করা হবে মর্মে গত ইং ০৮-০৫-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে অনিবার্যকাণ:বশত যথা সময়ে সভা করা সম্ভব হয়নি। ২৫-০৬-২০১৯ তারিখে TLCC-র-বিশেষ বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে আগামী ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়নে পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা, দারিদ্র-হ্রাস পরিকল্পনা, নারী ও শিশু এবং জেন্ডার, পৌরসভার সেবা সচল রাখার বিষয়ে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। অত:পর অর্থ ও সংস্থাপন বিষয়ক স্থায়ী কমিটিকর কার্যাবলী নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর-২০১৯ মাসের মধ্যেTLCCর- সভা করা হবে।	সচিব/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
১৭	অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটিকে সম্পৃক্ত করে হিসাবের অডিট (নিরীক্ষা) সম্পন্ন করা (সূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	অডিট এন্ড একাউন্টস বিষয়ক স্থায়ীর সভায় অডিট এন্ড একাউন্টস বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা গত ইং ২০-০৫-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ইং ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছর সমাপ্তি পথে বিধায় হিসাব শাখার সকল হিসাব-নিকাশ সঠিক ভাবে মুল্যায়ন করার জন্য আগামিতে অডিট এন্ড একাউন্টস বিষয়ক স্থায়ীর কমিটির সভায় উপস্থাপন করার জন্য আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় অডিট এন্ড একাউন্টস বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যাবলী নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসের মধ্যে অডিট এন্ড একাউন্টস স্থায়ী কমিটির সভাতে সকল হিসাব-নিকাশ উপস্থাপন পূর্বক যথা সময়ে PMO তে প্রেরণ করা হবে	হিসাব রক্ষণ কর্মকতা	
১৮	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব	১. প্রতি মাসের শেষে Receipts & Payments	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
	ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত হিসাব প্রতিবেদন প্রণয়ন	প্রতিবেদন প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা কালে পৌরসভার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা জানান এপ্রিল-জুন/২০১৯ মাসের কম্পিউটারাইজড হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। Receipts & Payments Posting সম্পন্ন করে এ হিসাব প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন করা হবে এবং ইং ০৭-০৭-২০১৯ তারিখের মধ্যে PMO তে প্রেরণ করা হবে। সভায় হিসাব শাখার কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ তরা হয়।	Posting সম্পন্ন করা। ২. প্রতিবেদন মেয়র মহোদয়ের-এর নিকট উপস্থাপন এবং যথা সময়ে PMO তে প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।		
১৯	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ।	বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করা নিয়ে আলোচনার শুরুতেই সভাকে জানানো হয় এপ্রিল-জুন/২০১৯ মাস পর্যন্ত বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সহ চলতি বিল পাওয়া গেছে ১৫,৩৮,৫৮৯/-টাকা তন্মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে ৯,১০,৭১২/-টাকা। অবশিষ্ট টাকা অচিরেই পরিশোধ করা হবে। তবে সর্বমোট বিদ্যুৎ বিল পাওয়া গেছে ৬৪,২৬,৩৯১/-টাকা তন্মধ্যে এ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়েছে ৫৪,৭৩,০৩৪/-টাকা। পরিশোধের হার ৮৫%। ডিসেম্বর/২০১৮ সহ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মাচ, এপ্রিল, মে/২০১৯ মাস পর্যন্ত টেলিফোন বিল পাওয়া গেছে এবং উক্ত ০৬ মাসের টেলিফোন বিল বাবদ ৯,৬৩০/-পরিশোধ করা হয়েছে। পরিশোধের হার ১০০%। বকেয়া বিল পাওয়া গেলে পরবর্তিতে পরিশোধ করা হবে।	১. যথা সময়ে বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল পরিশোধ করা হবে।	মেয়র/সচিব/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
২০	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন	স্থায়ী সম্পদের তালিকা প্রণয়ন, স্থায়ী সম্পদের জন্য রেজিস্টার খোলা, স্থায়ী সম্পদের জন্য ডাটাবেজ তৈরী এবং স্থায়ী সম্পদের অবচয়ের হিসাব প্রবর্তন করার বিষয়ে আলোচনা কালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভার স্থায়ী সম্পদের তালিকা হালনাগাদ করা চলমান আছে। হালনাগাদ তথ্যাদিতে পৌরসভার ভূ-সম্পত্তি, ভবনাদি, যানবাহন, পানি সরবরাহ শাখার সম্পদসহ পৌরসভার রাস্তাঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট ও ড্রেনের তথ্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে।	১. স্থায়ী সম্পদের রেজিস্টারে পৌরসভার স্থায়ী সম্পদ সমূহ নিয়মিত লিপিবদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।	মেয়র/সচিব/নির্বাহ প্রকৌশলী/নগর পরিকল্পনাবিদ/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ষ্টোরকীপার	
২১	সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করা	সকল সরকারি ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় BMDF সংস্থা থেকে ঋণের কিস্তি এপ্রিল-জুন/২০১৯ পর্যন্ত (২৩তম) কিস্তি পরিশোধ করা হয়েছে। তবে ২৪ ও ২৫ তম কিস্তি বাবদ ৩,৯০,৭৩২/- টাকা বকেয়া আছে। অচিরেই ঋনের কিস্তির টাকা পরিশোধ করা হবে।	১. আগামি জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০১৯ মাসের মধ্যে বকেয়া সহ ঋণের টাকা পরিশোধ করা হবে।	মেয়র/সচিব /হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	
২২	স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)	স্থায়ী কমিটি গঠন ও কার্যকর রাখা নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভা আইন,২০০৯ এর ৫৫ ধারা অনুযায়ী পৌরসভায় ১৩টি স্থায়ী কমিটি আছে। কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্থায়ী কমিটি সমুহ ইতোমধ্যে এপ্রিল-জুন/২০১৯ মাসের সকল মাসিক সভা বিভিন্ন তারিখে সম্পন্ন করেছে। সভা সমূহের কার্যবিবরনী তৈরী করে PMO অফিসে প্রেরণ করা হয়। কমিটি সমুহের কার্যক্রম চলমান থাকায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. আগামী এপ্রিল-জুন/২০১৯ ইং কোয়ার্টারের সকল স্থায়ী কমিটির সভা বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২. সভা সমূহের কার্যবিবরনী তৈরী করে PMOঅফিসে প্রেরণ করা হবে।	কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিব	
২৩	সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ ও সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণ (সূত্রঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৪ ধারা)	প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সচিব, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, কর আদায়কারী, লাইসেন্স পরিদর্শক, সহকারী এ্যাসেসরদেরকে প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এয়াড়াও প্রকল্প কতৃক জেন্ডার এ্যকশনপ্ল্যান(GAP) বাস্তবায়ন বিষয়ে **TLCC-র সদস্যদের সম্যক্ষ ধারনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অত্র পৌরসভাতে**	১. নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন কমিটির সদস্যদের কে আগামীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়। ২. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা ও শাখা প্রধানদের	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেন্ডার এ্যাকশনপ্ল্যান(GAP) বাস্তবায়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করায় প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অত্রসভা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	আগামীতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রকল্প পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হয়।		
২৪	সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার	সুশাসনের জন্য উন্নত তথ্য প্রযুক্তি/IIT ব্যবহার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন করা ও বিতরন করা চলমান আছে। বর্তমানে এই কার্যক্রমের আওতায় কম্পিউটারাইজড একাউন্টিং সফটওয়ার, পৌরকর, পানি সরবরাহ কর. ট্রেডলাইসেন্স ও ডিজিটাল সেন্টার চলমান আছে। চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে যাহার ঠিকানা নিম্নরুপ যেমন- www.chuadanga.org.com বর্ণিত ওয়েব সাইটে পৌরসভার সকল তথ্য সন্নিবেশিত আছে।	১. অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু সনদ সংরক্ষন ও বিতরন অব্যাহত রাখা। ২. পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার কাজ চলমান রাখা এবং আগামী ১০-০৭-২০১৯ তারিখের মধ্যে পৌরসভার ওয়েবসাইট হালনাগাদ করা হবে।	মেয়র ও সচিব/প্রশাসনিক কর্মকর্তা/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	
২৫	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা।	বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণসহ কর্ম-পরিকল্পনা মোতাবেক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সভাকে আরো অবগত করা হয় যে, নিয়মিত বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৪২,৪৬,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে। তন্মধ্যে এপ্রিল-জুন-২০১৯ মাসে ব্যয় হয়েছে ৭,১৯,৬৩৬/- টাকা। বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার নিদৃষ্ট জায়গা অধিগ্রহনের বিষয়ে সভাকে জানানো হয়, বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার জায়গা নির্ধারণ করার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ মন্ত্রণালয় হতে জমি অধিগ্রহনের প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং জেলা প্রসাশক, চুয়াডাঙ্গার নিকট জমি অধিগ্রহনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। তবে বিলম্ব হলেও ইতোমধ্যে উক্ত জমিতে যে সকল গাছ ছিল সে সকল গাছের মূল্য নির্ধারণ করে জেলা বন বিভাগ মাননীয় জেলা প্রশাসকের দপ্তরে জমা প্রদান করেছেন এবং অন্যান্য কর্মকান্ড শুরু হয়েছে। আশাকরছি অচিরেই জমি অধিগ্রহনকাজ সম্পন্ন হবে। আলোচনা কালে **TLCC-র সদস্য** মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দার, মোছা ঃ রিপা খাতুন, জনাব মো ঃ আবুল হোসেন শহরের পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম আরও জোরদার করার কথা বলেন। তবে **TLCC-র সম্মানিত** বর্জ্য সংগ্রহ, অপসারণ এবং ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠভাবে হওয়ায় পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানান।	১. বর্জ্য ও আবর্জনা ফেলার জায়গা নতুন করে অধিগ্রহনের কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা। ২. বর্জ্য সংগ্রহ, অপ-সারণ আরো ত্বরান্বিত করা।	মেয়র /সচিব/নির্বাহী প্রকৌশলী/কন্জারভেন্সী পরিদর্শক	
২৬	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ	ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কার্যক্রম কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৪১,৪৫,০০০/-টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। এপ্রিল-জুন/২০১৯ মাসে ব্যয় হয়েছে ১৪,১৬,৪৮১/- টাকা। অত:পর ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে আলোচনাকালে TLCC-র অন্যতম সদস্য মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ সিরাজুল ইসলাম মনি, জনাব মোছা ঃ রাবেয়া খাতুন, জনাব মো ঃ রাশেদুল হাসান মানু সবাই ড্রেনের উপর স্লাব না থাকায় ড্রেনের ভিতর মাটি, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলে ড্রেনের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। দ্রুততার সাথে ড্রেনের উপর স্লাব দেওয়ার পরামর্শ দেন। এর পর নির্বাহী প্রকৌশলী সাহেব বলেন আপনাদের সহযোগীতায় ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন করা হচ্ছে। তিনি	১. ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ আরো জোরদার করার সিদ্ধান্ত হয়। ২. স্বল্প সময়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ফাকা ড্রেনের উপর স্লাব স্থাপন করা।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/কঞ্জারভেন্সী পরিদর্শক	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		আরও বলেন বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ড্রেন পরিস্কার ও রক্ষণাবেক্ষন কাজে আরো গতিশীল করা হবে তিনি সভাকে জানান ইতোমধ্যে ড্রেনের উপর স্লাব নির্মানের জন্য টেন্ডার আহব্বান করা হয়েছে। আশা করছি অচিরেই ড্রেনের উপর স্লাব স্থাপন করা হবে তখন এ ধরনের সমস্যা থাকবে না। অত:পর অত্রসভা ড্রেন পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক হওয়ায় সভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।			
২৭	সড়ক বাতি কার্যকর রাখার ব্যবস্থা	সড়ক বাতি কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি/মালামাল ক্রয় এবং ১০০% সড়ক বাতি সচল রাখার বিষয়ে পৌরসভা সচেষ্ট। তবে ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার নিমিত্তে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৫১,৯০০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। তন্মধ্যে এপ্রিল-জুন/২০১৯ মাসে ব্যয় হয়েছে ৪,৬৮,১০২/- টাকা। অত:পর ১০০% সড়ক বাতি কার্যকর রাখার বিষয়ে আলোচনাকালে TLCC-র অন্যতম সদস্য মো ঃ নাসির আহাদ জোয়ার্দার, জনাব মো ঃ আবুল হোসেন, জনাব মোছা ঃ রুমা বেগম সড়কবাতির বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চান। নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে এই মর্মে অবগত করে বলেন- UGIIP-III প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ২য় পর্যায়ে ১০৮ টি পোল স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়নের কাজ চলিতেছে। এয়াড়াও যে সকল বস্তিতে উন্নয়নের কাজ হবে সেখানে বৈদ্যুতিক পোল সহ আলোর ব্যবস্থা থাকবে। এয়াড়াও তিনি জানান সড়কবাতি সচল রাখার জন্য চলতি কোয়ার্টারে সাধারণ বাল্ব ২২ টি, রড় লাইট ২৫ টি, এনার্জি বাল্ব ৯৪৫ টি লাগানো বা পূণঃস্থাপন করা হয়েছে। সড়ক বাতি কার্যকর রাখায় অত্রসভা সন্তোষ প্রকাশ করেন।	১. সড়ক বাতিমেরামত ও সচল রাখার কাজ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ২. UGIIP-III প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় ২য় পর্যায়ে ১০৮ টি পোল স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়নের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী/বিদ্যুৎ সুপারভাইজার	
২৮	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারী করণ	অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকারী করণ নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team এর কর্ম পরিকল্পনা মোতাবেক মেরামত যোগ্য কার্যাদি সম্পন্নের জন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা; প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে এপ্রিল-জুন/২০১৯ কোয়াটারে ৫৬,৪৯৯/-টাকা ব্যয় হয়েছে। TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, Mobile Maintenance Team গঠন এবং কার্যকর থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে আরো মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন।	১. অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটি কর্তৃক সকল মেরামত কার্যাদি Mobile Maintenance Team এর মাধ্যমে বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। ২. ইং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ অনুসারে অবকাঠামো সমূহ মেরামত কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। ৩. অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করন পূর্বক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়।	নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী	
২৯	স্যানিটেশন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	স্যানিটেশন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনাকালে সভাকে জানানো হয় পৌরসভা কর্তৃক স্যানিটেশন বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এজন্য পৌরসভার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম অব্যাহত আছে। স্যানিটেশন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পৌরসভাধীন সকল গন শৌচাগার, কমিউনিটি টয়লেটসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে	১. স্যানিটেশন কার্যক্রম আরো জোরদারকরার সিদ্ধান্ত হয়। ২. বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয় করার সুপারিশ করা হয়।	সেনেটারী ইন্সপেক্টর/কন্জারভেন্সী ইন্সপেক্টর	

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মন্তব্য
		পরিচালিত হচ্ছে। TLCC-র সদস্য মোছা ঃ শাহিনা আক্তার, জনাব মো ঃ সিদ্দিকুর রহমান স্যানিটেশন কার্যক্রমে আরো নজর দেয়ার পরামর্শ দেন। স্যানিটেশন বিষয়ক কার্যক্রমে এপ্রিল-জুন/২০১৯ মাসে ১,৭৮,৪৫০/-টাকা TLCC অধিকাংশ সদস্য বর্তমানে স্যানিটেশন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন ।			

মাননীয় মেয়র সভায় উপস্থিত TLCC-র সদস্যদের ধন্যবাদ সহ সবাইকে পৌরসভার উন্নয়নের স্বার্থে পৌরকর আদায়ের জন্য সকলে এগিয়ে আসার আহব্বান জানান। অদ্যকার সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী)
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

স্মারক নং- চুয়া/পৌঃ/TLCC-৩/৪-২০১৮/২০১৯/৭৫২(৫০) তারিখ ঃ ২৬-০৬-২০১৯ খ্রি ঃ

অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি ঃ-

০১। প্রকল্প পরিচালক, তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প, (UGIIP-III), এলজিইডি ভবন, লেভেল-১২, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
০২। জনাব.. .. ..সদস্য, TLCC, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।
০৩। ..... চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা।

(মো ঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী)
মেয়র
চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা